দৈনিক বাংলা

তারিখ 5 MAR 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

044

বোর্ডের বই ও অন্যান্য

15 MAR 1988

টেক্সট বুক বোর্ডের বইয়ের মান যে খারাপ তাতে কোন অবকাশ নেই। অভিভাবক মাত্রেরই এ সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে, শিক্ষকদের তো বটেই। বোর্ডের বইগুলোতে ভুল-ভ্রান্তি, গোঁজামিল এবং কোথায়ও কোথায়ও অসম্পূর্ণ তথ্যের এমন অদ্ভুত সংযোজন লক্ষ্য করা যায় যে বহু ক্ষেত্রে তা হাস্যকরও। এসব বই রচনা এবং সংকলনের দায়িত্ব এমন লোকদের দেয়া হয় যে, সেসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যূনতম যোগ্যতা আছে কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহের উদ্রেক হয়। বোর্ডের নিয়ম কানুনের মারপ্যাঁচও এমন যে উপযুক্ত লোক সেইসব নিয়ম কানুনের বেড়া ডিঙিয়ে বোর্ডের লেখক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন না। কর্তৃপক্ষ এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যে, শেষ পর্যন্ত দক্ষ লোককে নানা ধরনের অবমাননাকর অবস্থায় পড়তে হয়। ফলে বোর্ডের বইয়ের গুণগত মান যথার্থতায় পৌঁছাতে পারে না। কেবল গুণগত মানই নয়, বোর্ডের বইয়ের প্রকাশনা মানও এমন যে, স্কুলগামী একজন ছাত্রের জন্য কমপক্ষে দুই সেট বইয়ের প্রয়োজন পড়ে।

তবে ঘটনার এখানেই শেষ নয়। বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে। তারা বলেছেন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের অভ্যন্তরে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি জারি রয়েছে। তাদের মতে, বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তার খামখেয়ালীপনায় বিপুল অর্থের অপচয় ঘটছে এবং মুদ্রণের মান ক্রমশঃ পড়ে যাচ্ছে। এইসব অভিযোগ সত্য কিনা সে কথা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। কিন্তু বোর্ডের সামগ্রিক কার্যক্রমে মনে হয়, কোথায়ও না কোথায়ও কিছু না কিছু ঘাপলা আছে। এই সব সমস্যা দীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান। ফলে দীর্ঘকাল ধরেই বোর্ডের বইয়ের প্রকাশনা ও এর মান নিম্নমুখী। দেশের শিক্ষা পরিস্থিতিও কিংবা বলা যায় শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রশ্নও বইয়ের মানোন্নয়নের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সে কারণেই শিক্ষার মানও নিম্নমুখী। এ ব্যাপারে অবশ্যই কিছু একটা করা দরকার। আমরা মনে করি বোর্ডের সামগ্রিক কার্যক্রম ও জটিলতাদুষ্ট নিয়ম-কানুন পুনর্বিন্যস্ত করা প্রয়োজন। সে জন্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এর একটা ফয়সালা খুঁজে বের করা দরকার। তা না হলে দেশের শিক্ষা পরিস্থিতির উন্নতি আশা করা কঠিন।